ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ২

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি দল রবিবার (১২ অক্টোবর) রাত ২ টা থেকে ভোর সোয়া চারটা পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়ন এলাকায় এক যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বিষয়খালী গ্রামের লতিফ মিয়ার ছেলে কালু (৪০) এবং সুলতান শেখের ছেলে বাদশা (৪৮) কে আটক করা হয়।

অভিযানের সময় ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল এবং ১টি শটগান উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে কালু তার কাছে অতিরিক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য থাকার কথা স্বীকার করে।

এ সময় আরও দুটি শটগান এমোনেশন, তিনটি ওয়ান স্যুটার এমোনেশন, তিনটি হাত বোমা ও ২ টি ককটেল উদ্ধার করা হয়। আটক কালু তার সহযোগী বাদশা-র সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে। পরবর্তীতে যৌথ বাহিনী বাদশার বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। বাদশা পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ঘিরে ফেলা হয় এবং তাকেও আটক করা হয়। পরবর্তীতে আসামিদেরকে থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয় ।

ঝিনাইদহ সেনা ক্যাম্প কমান্ডার জানান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

তিনি জানান, জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা নিয়েই সেনাবাহিনী সমাজ থেকে অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্মূলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযান এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আলমডাঙ্গায় সেনা-পুলিশের

অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার ও এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার ভোররাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে কেশবপুর পূর্বপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই দিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর রাত ২টা ১৫ মিনিট থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অভিযান চলেছে। সেনাবাহিনীর বিএ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নিহত জসিমের ছেলে সোয়াদের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। তল্লাশির এক পর্যায়ে উদ্ধার করা হয় একটি শটগান, পাঁচ রাউন্ড গুলি, নয়টি ধারালো দেশীয় অস্ত্র এবং একটি ঢাল।

গ্রেপ্তার সোয়াদ কেশবপুর পূর্বপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে অবৈধ অস্ত্র মজুদের কথা স্বীকার করেছে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। পরে তাকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাসুদুর রহমান জানিয়েছেন, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুরে বিদেশি অস্ত্র ,ওয়াকিটকি ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ আটক ৩

মেহেরপুর শহরে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশি পিস্তল, খেলনা পিস্তল, ম্যাগাজিন, ওয়াকিটকি ও মাদকদ্রব্যসহ আকাশ ওরফে শাকিল, রায়হান এবং সজীব নামের তিন যুবককে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের হালদারপাড়া ও

স্কুলপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে হয়।

আটককৃতরা হলেন- মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়পাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে আকাশ ওরফে শাকিল (২৬), বোসপাড়ার জসীম উদ্দীনের ছেলে সজিব (২৭) এবং হালদারপাড়ার হামিদুর শেখের ছেলে রায়হান (৩৬)।

যৌথবাহিনীর সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্পের নেতৃত্বে একটি সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অস্ত্র, মাদক ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন মামলার আসামি আকাশ গ্যাংয়ের সদস্য আকাশ, রায়হান ও সজিবকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, একটি নকল পিস্তল, তিনটি ওয়াকিটকি সেট ও চার্জার, মাদকদ্রব্য এবং মাদক ব্যবহারের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

অভিযান শেষে আটক ব্যক্তিদের এবং জব্দকৃত মালামাল র্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অবৈধ অস্ত্রে আতঙ্ক

এখনো হদিস নেই পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৪০৫ অস্ত্র, আড়াই
লাখ গুলির
সহস্রাধিক লাইসেন্স করা অস্ত্রও অপরাধীদের হাতে, খুনাখুনি-দস্যুতায় থমথমে দেশ

নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে অপরাধজগৎ। তৎপর হয়ে উঠেছে আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভয়ংকর সন্ত্রাসী এবং তাদের সহযোগীরা। সীমান্ত পেরিয়ে আসা অবৈধ অস্ত্রে সারা দেশে বেড়েছে রক্তের খেলা। এক বছরেও হদিস নেই পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৪০৫টি অস্ত্র ও আড়াই লাখ গুলির।

বৈধ লাইসেন্সধারীদের জমা না দেওয়া ১ হাজার ৬৫৪টি অস্ত্রও এখন অবৈধ হয়ে অপরাধীদের হাতে।
রাজধানীর মহাখালীতে ১ আগস্ট রাতে গুলি করে জামাল হোসেন নামে এক

যুবককে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। পরদিন দারুস সালামে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গুলি করে হত্যা করা হয় ইন্টারনেট ব্যবসায়ী তাহমিনা রহমানকে। এ দুই হত্যায় জড়িতরা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সহযোগী- এমনটিই বলছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা।

এলিট ফোর্স র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপস্) কর্নেল ইফতেখার আহমেদ বলেন, প্রয়োজনীয় সব কিছুই করছে র্যাব। অপরাধীকে আমরা অপরাধী হিসেবেই দেখি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক সব প্রস্তুতিই আছে। এখনো নির্দেশনা পাইনি।

অবৈধ অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন- থানা থেকে লুট হওয়া বেশির ভাগ অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। এসব ব্যবহৃত হচ্ছে হত্যা, হামলা, ছিনতাই, ভাঙচুর ও চাঁদাবাজির ঘটনায়। সীমান্ত পেরিয়ে আসছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ। চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং পতিত হাসিনা সরকারের মদতপুষ্ট অপরাধীদের কাছে যাচ্ছে এসব অস্ত্র।

একটি বিদেশি শক্তিও তাদের সহায়তা করছে। গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর ৪৬০ থানা ও ১১৪ ফাঁড়ির পিস্তল, রাইফেল, এসএমজি, শটগানসহ ৫ হাজার ৭৫৩টি অস্ত্র ও ৬ লাখ ৫১ হাজার ৮৩২টি গুলি লুট হয়। গণভবন থেকে লুট হয় এসএসএফের ৩২টি ভারী অস্ত্র। লুট হয় কাঁদানে গ্যাস লঞ্চার, শেল, স্প্রে, বিভিন্ন বোরের গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেড। র্যাব সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৮৪টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে র্যাবের লুট হওয়া ৯০, পুলিশের ২২৮ এবং ১৬৬টি অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ২০ হাজারের বেশি গুলি। থানা ও ফাঁড়ি থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের বড় অংশ এখনো অপরাধীদের হাতে। অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, অস্ত্রধারীরা অস্থিরতা বাড়াচ্ছে। লঙ্ঘন করছে মানবাধিকার। নির্বাচনের আগে সহিংসতা ঠেকাতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা জরুরি।
পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) এএইচএম শাহাদাত হোসাইন জানান, অনেক অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, বাকিগুলো উদ্ধারে অভিযান চলছে।

অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বলেন, দল এবং ব্যক্তি সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে অপরাধ দমন করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এখন কোনো কিছুই গোপন থাকে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ সালের

জুন পর্যন্ত দেশে ৫১ হাজার ৭৫৮টি অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনামলে দেওয়া হয় ১০ হাজার ৮৪৫টির। এগুলোর লাইসেন্স স্থগিত করে জমা চায় সরকার। জমা পড়ে ৯ হাজার ১৯১টি অস্ত্র। জমা না পড়া ১ হাজার ৬৫৪টি অস্ত্র এখন অবৈধ।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানার কালারপুল এলাকায় ভারী অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয় চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা। শটগান হাতে থাকা সন্ত্রাসী সাজ্জাত হোসেনের নাম জানতে পারে পুলিশ। ২১ জুন নরসিংদীর পলাশে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ছাত্রদল কর্মী ইসমাইল হোসেনের মৃত্যু হয়। ১৫ জুন ঘোড়াশালে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হন ১০ জন। ২০ জুন চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় শিবুউ মারমাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

৩ আগস্ট কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে সাবেক ইউপি মেম্বার আলাউদ্দিনকে বাড়ির সামনে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। এর আগে পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র দিয়ে প্রেমিকের হাতে খুন হন শাহিদা ইসলাম নামে এক নারী। ১৯ জুন রাজধানীর পল্টনে মাদক কারবারিদের ছোড়া গুলিতে পুলিশের দুই সদস্য আহত হন। ১৮ জুন রাজধানীর মিরপুরে গুলি করে মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীর ২১ লাখ টাকা ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা। এর আগে ৬ আগস্ট মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে গুলিতে মারা যান শাহেন শাহ নামের এক যুবক। গুলিবিদ্ধ হন শুভ নামের আরেক যুবক। ১৭ আগস্ট আবারও সংঘর্ষ হয়। চলে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত। ৩০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবার সংঘর্ষ হয়।

৪ সেপ্টেম্বর গুলিতে মারা যান অটোরিকশাচালক সাদ্দাম হোসেন সনু। ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও গোলাগুলি। এর মধ্যে চুয়া সেলিমের স্ত্রী নাগিন বেগম এবং ২৩ সেপ্টেম্বর চারকো ইরফান গুলিবিদ্ধ হন। ২৪ সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ সাগর চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ভোরে মারা যান। তিনি পেশায় কসাই ছিলেন। ৩১ মে ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিতে মারা যায় রাসেল নামের এক শিশু।

সূত্র : কালের কন্ঠ

গাংনীতে অস্ত্রসহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্পাদক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীকে (৫০) আটক করেছে সেনাবাহীনির গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা।

আজ শুক্রবার ভোরে তার নিজ বাড়ি এলাঙ্গি থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তার বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এলাঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা জাফর আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বাড়ির ভিতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ তল্লাশি করা হয়। এসময় বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে গাংনী সেনাক্যাম্পে নেয়া হয় এবং পিস্তলের প্রকৃত মালিকানা যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও তিনটি ককটেলসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, জাফর আলীকে থানায় হস্তান্তর করেছে সেনাবাহিনী। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাগেরহাটে দেশীয় অস্ত্রসহ ঝিনাইদহের ১১ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার

বাগেরহাট জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও আইসিটি শাখার যৌথ অভিযানে ঝিনাইদহ জেলার ১১অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী

৪টি বিদেশী পিস্তল, ৪টি ম্যাগজিন, ১০রাউন্ড গুলি ও দেশীয় অস্ত্র ও মাইক্রোবাসসহ ১১ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাগেরহাট জেলার পুলিশ সুপার তৌহিদুল আরিফের নেতৃত্বে বাগেরহাট জেলা গোয়েন্দা শাখা, সাইবার ক্রাইম টিম, মোল্লারহাট থানা পুুলিশ ও জেলা বিশেষ শাখা মোল্লারহাট জোনের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা যায়, গত ২৬ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মোল্লাহাট থানাধীন ঢাকা টু খুলনা মহাসড়কের মোল্লাহাট টোল প্লাজার সামনের পাকা রাস্তার উপর ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানা হইতে আসা একটি হায়েস মাইক্রোবাস থামিয়ে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে মাইক্রোবাসে আগত ব্যক্তিদের তল্লাশী করে ০৪টি বিদেশী পিস্তল, ০৪টি ম্যাগাজিন, ১০ রাউন্ড গুলি, ০১টি সেভেন গিয়ার চাকু, একটি ক্ষুর ও ০১টি দা উদ্ধারপূর্বক মাইক্রোবাসে থাকা ১১ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর ইউনিয়নের ৬ জন তারা হলেন কসাইডাঙ্গা গ্রামের মৃত কদম আলীর ছেলে কাউসার আলী
(৪৩) আব্দুল মুমিনের ছেলে আতাউর রহমান (৩০) ধান হড়িয়া গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে আবুল হোসেন (৪৩) ও মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে ইমদাদুল হক (৩১) এবং নুরুল আলমের ছেলে মাসুম পারভেজ (২২), গয়েশপুর গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে জনি মিয়া (২৭)।

৪ জনের বাড়ি হরিণাকুন্ডু উপজেলায় তারা হলো বাসুদেবপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে মোঃ মেহেদী হাসান (২৩) সাবেক বিন্নি গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে মোঃ খোকন বিশ্বাস (৪৫) ও আনিসুর রহমান শাহের ছেলে সেলিম শাহ (৩৪) সাড়াবাড়িয়া গ্রমের আবুল বাশার মন্ডল এর ছেলে খোকন মন্ডল (৩৫) ও ১জন হল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পৌরসভাধীন হামদহের অধীর চন্দ্র দাসের ছেলে প্রশ্ন প্রসেনজিৎ চন্দ্র দাস।

আসামীরা বড় কোনো অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা নিয়ে বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র সহ মাইক্রোবাসযোগে ঝিনাইদহ থেকে বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে আসছিল মর্মে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। গেপ্তারকৃত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর বিষয়টি

প্রক্রিয়াধীন।

চুয়াডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক লিমন হোসেনকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। শনিবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা থেকে তাকে অস্ত্র সহ আটক করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ।গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) খালেদূর রহমান

আটক লিমন হোসেন (৪০) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক।

চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাওয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শনিবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন (৩৬ এডি) নেতৃত্বে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি দল শহরের ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে লিমনকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাবাদের এক পর্যায়ে লিমনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি নাইম এমএম পিস্তল, এক রাউন্ড এ্যামুনিশন, দেশী অস্ত্র (চাপাতি-চাইনিজ ছুরি-রামদা) সহ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেদুর রহমান বলেন, সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ লিমনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং মামলার পর বাকি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতাকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি আগ্নেয়াস্ত্রের অংশবিশেষ ও ১৮টি দেশীয় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতা নাজমুল আরেফিন কিরণ (৩৪) কে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) ভোরে অভিযান চালিয়ে পৌর এলাকার গুলশানপাড়ার বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক নাজমুল আরেফিন কিরণ শহরের গুলশানপাড়ার মৃত জিন্নাত আলীর ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে নাজমুল আরেফিন কিরণের গুলশানপাড়ার বাড়িতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে তার বাড়ির বিভিন্ন স্থান থেকে একটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের অংশবিশেষ, ১৮টি দেশীয় অস্ত্র যার মধ্যে রয়েছে ৩টি চাপাতি, ৬টি বড় ছুরি, ৩টি রামদা, ৬টি তরবারি, এছাড়াও একটি ল্যাপটপ ও একটি মোবাইলফোন উদ্ধার করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা বলেন, “জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আরেফিন কিরণকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক করা হয়েছে বলে শুনেছি।”

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, সেনাবাহিনী আটক নাজমুল আরেফিনকে সদর থানায় হস্তান্তর করেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে অস্ত্র, বোমা ও গাঁজা উদ্ধার, ডাকাতদের পলায়ন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চোখতোলা মাঠে অভিযান চালিয়ে ১টি পিস্তল, ৫টি ককটেল বোমা ও ৪০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের মেজর ফারহান এবং লেফটেন্যান্ট মিনহাজের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান পরিচালনা করে।

সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনা ক্যাম্প জানতে পারে, গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের চোখতলা মাঠে ডাকাতির উদ্দেশ্যে ককটেল বোমা প্রস্তুত করছিল একদল দুষ্কৃতীকারী। এমন সংবাদের পেয়ে সেনাবাহিনীর অভিযানিক দলটি সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান দলের উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতিকারীরা ২টি মোটরসাইকেলে পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি করে ১টি পিস্তল, ৫টি ককটেল বোমা এবং ৪০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

সেনা ক্যাম্প থেকে জানানো হয়, দুষ্কৃতিকারীরা ওই স্থানে ডাকাতি ও ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উদ্ধারকৃত পিস্তল, বিস্ফোরক ও গাঁজা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

শৈলকুপায় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গভীর রাতে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার (২৩ এপ্রিল) রাত ৩টার দিকে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের

চরগোলক নগর গ্রামের প্রবাসী টিপু সুলতানের বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

সিংঙ্গাপুর প্রবাসী টিপু সুলতানের বাবা আইনুদ্দিন শেখ জানান, রাতের খাবার খেয়ে পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পরেছিল। রাত ৩টার দিকে একদল ডাকাত বাড়ির গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মেেও ফেলার ভয় দেখিয়ে সব কিছু হাতিয়ে নেয়।

ডাকাতদল ঘর থেকে প্রায় ৮ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছে টিপু সুলতানের পরিবার।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, বিষয়টি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। এরকম ডাকাতির ঘটনা ঘটলে তারা তো রাতেই আমাকে জানাতো। তারপরও পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নিব।